Ref:

মধ্যে, পোশাক খাতের পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হয়েছে। কারণ পাওনা ও চাকরিচ্যুতি নিয়ে শ্রম অশান্তি প্রায় ছিল না। চাকরির হারানো ও কারখানা বন্ধের সংখ্যা আমাদের হালনগাদ করা উচিত ছিল।' গবেষণার সীমাবদ্ধতা ছিল এবং হালনাগাদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল বলে বিলস এর পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন একমত প্রকাশ করেন। যে কোনও বিভ্রান্তি এড়াতে শীঘ্রই মিডিয়াতে তিনি সর্বশেষ তথ্য সরবরাহের আশ্বাস প্রদান করেন।"

সূত্রঃ ডেইলি স্টার (https://www.thedailystar.net/business/news/misleading-exaggerated-dated-1953277)

২। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে, একটি বিষয়ে আপনারা পূর্বাপর সংশয়/ confusion তৈরী করছেন যা হল কোভিড-১৯ এর ফলে শিল্পে সৃষ্ট ঝুঁকি, অক্ষমতা, ইত্যাদি জনিত সংকটের সম্ভাবনা এবং বাস্তবতা। সম্ভাবনা ও বাস্তবতা দুটি ভিন্ন বিষয়। অবশ্যই আমরা সংকটের সম্ভাবনার/ ঝুঁকির বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরেছি, তবে সরকার ও শ্রমিক ভাই-বোন সবাইকে সাথে নিয়ে সেই সংকট মোকাবেলাও করেছি। আপনাদের ২৭ আগষ্টের বক্তব্যে উল্লেখ ছিল "করোনাকালীন সংকটে এই খাতে বেকার হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৮৪ জন শ্রমিক", যা কোন অবস্থায়ই সত্য নয়। এটি যদি আশঙ্কা হিসেবে আখ্যায়িত করা হত, সেটি মেনে নেয়া যেত। অতএব, জাতীয় দৈনিক সমূহে বিজিএমইএ'র বরাত দিয়ে প্রকাশিত সংবাদের ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কোন অবকাশ নেই। আর কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে একসাথে কাজ করার যে আগ্রহ আপনারা ব্যাক্ত করেছেন আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই, তবে এই আগ্রহটি আপনারা ২৭ আগষ্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের আগে প্রকাশিত হলে এসকল সংশয় ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এড়ানো যেত।

৩। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় "যৎসামান্য প্রচেষ্টার" যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা নিছক দায় সারা দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখার সুযোগ নেই। তাজরীন ও রানা প্লাজা দূর্ঘটনার পর বিলস্‌সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলো যে ভূমিকা পালন করেছে, আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীরা যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর নিরাপত্তার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উদ্যোক্তারা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা নিঃসন্দেহে সবাই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবেন। তবে চলমান কোভিড সংকট মোকবিলা প্রসঙ্গে রানা প্লাজা ও তাজরীন পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা কীভাবে প্রাসঙ্গিক হল তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে সে সময়ে আপনাদের গৃহীত প্রচেষ্টার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনারা ২৪৭৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন, তবে শুধুমাত্র ২৪৭৫ জনের মধ্যে (মোট শ্রমিকের ০.০৬%) খাদ্য সহায়তা বিতরনের পাশাপাশি শ্রমঘন আবাসস্থলগুলোতে স্বাস্থ্য-সচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা/ প্রশিক্ষণ করতে পারলে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক ও জনগোষ্ঠি উপকৃত হতে পারত।

৪। আমাদের বিবৃতিতে শ্রমিক ভাই-বোনদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিশেষকরে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে তাঁদের সুশৃঙ্খল অবস্থান ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করা উচিত ছিল, বিষয়টি উহ্য হওয়ায় আমরা দুঃখিত। তবে কোনভাবেই শ্রমিক ভাই-বোনদের এই অবদান আমরা অস্বীকার করছি না। আমরা আশা করব, শ্রমিকদের প্রতি সম্মান ও তাঁদের অবদানের স্বীকৃতির বিষয়টি আপনারা যেভাবে উল্লেখ করেছেন, ঠিক সেভাবেই আপনাদের প্রতিটি কর্মসূচী ও বিবৃতিতে উদ্যোক্তা ভাই-বোনদের অবদানের বিষয়টিও আপনারা সমগুরুত্বের সাথে তুলে ধরবেন, এবং উদ্যোক্তা তথা শিল্পের জন্য মানহানিকর কোন